

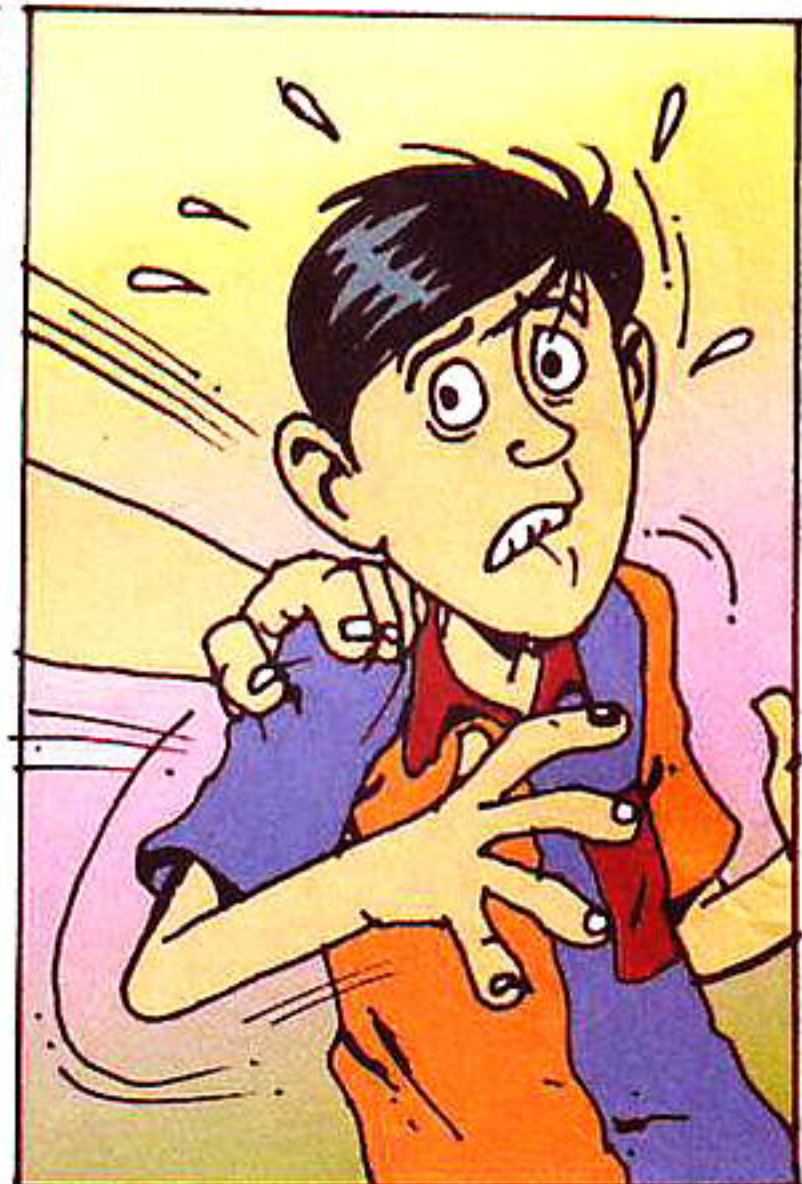
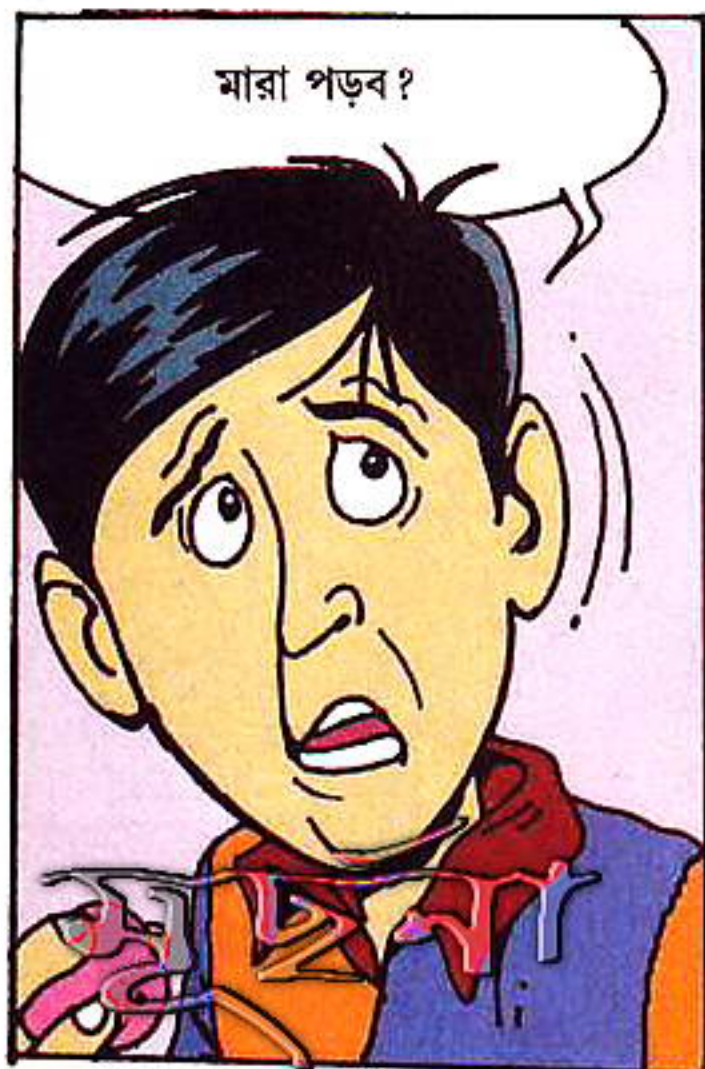
মৎস্যপুরাণ

কাহিনি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি: অরিজিৎ দত্তচৌধুরী









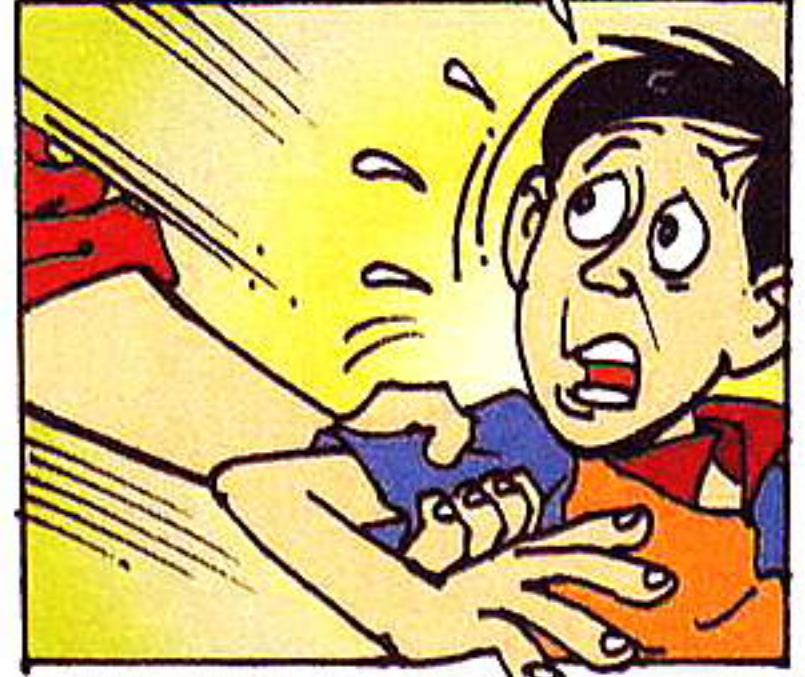


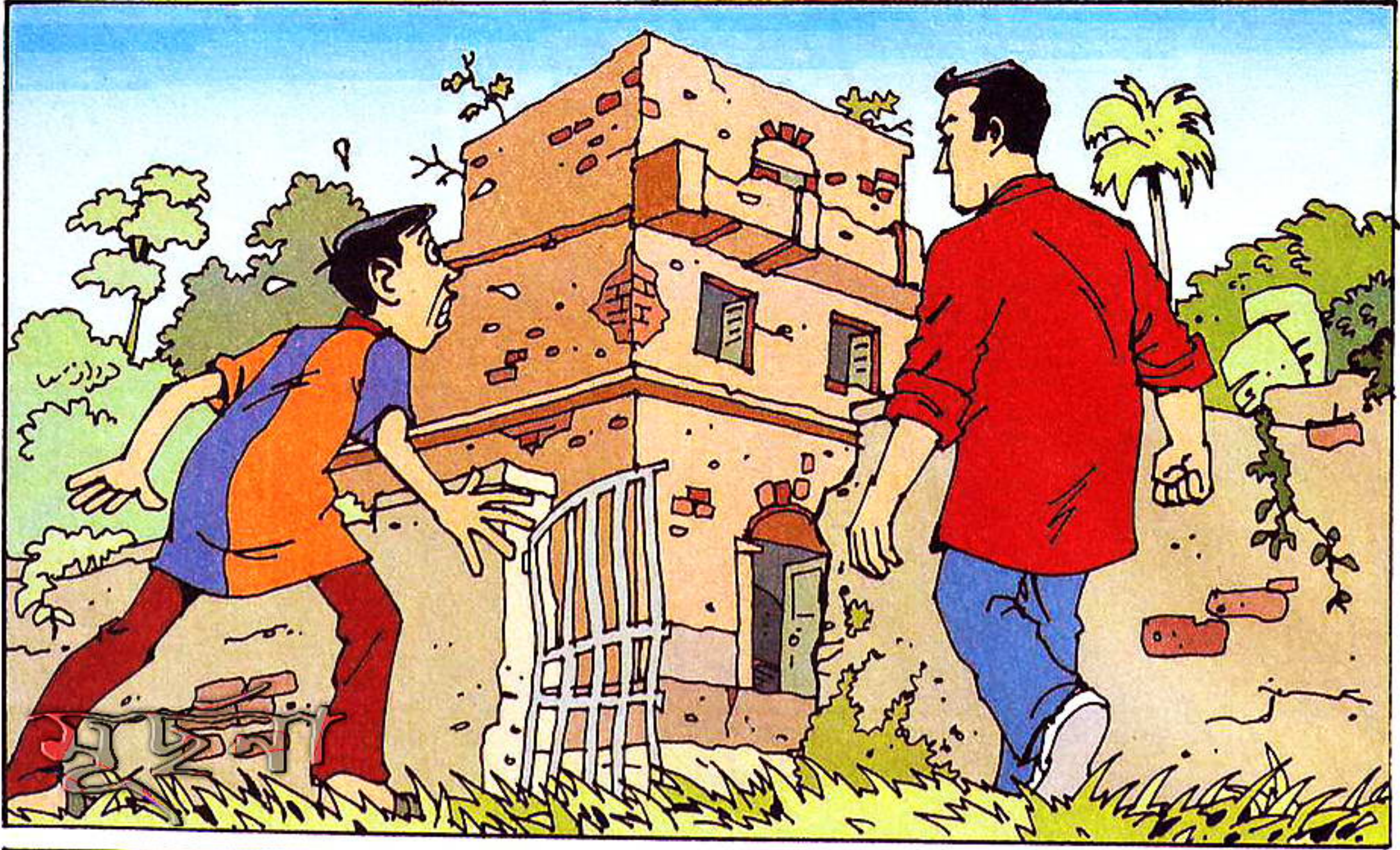


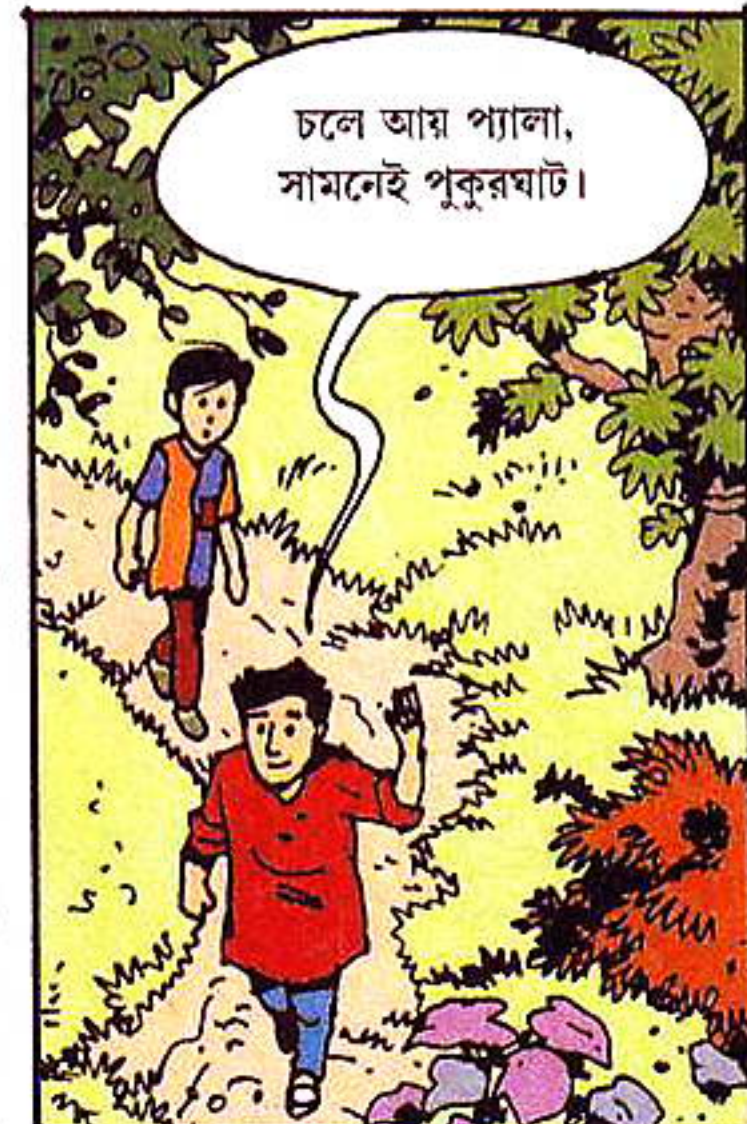
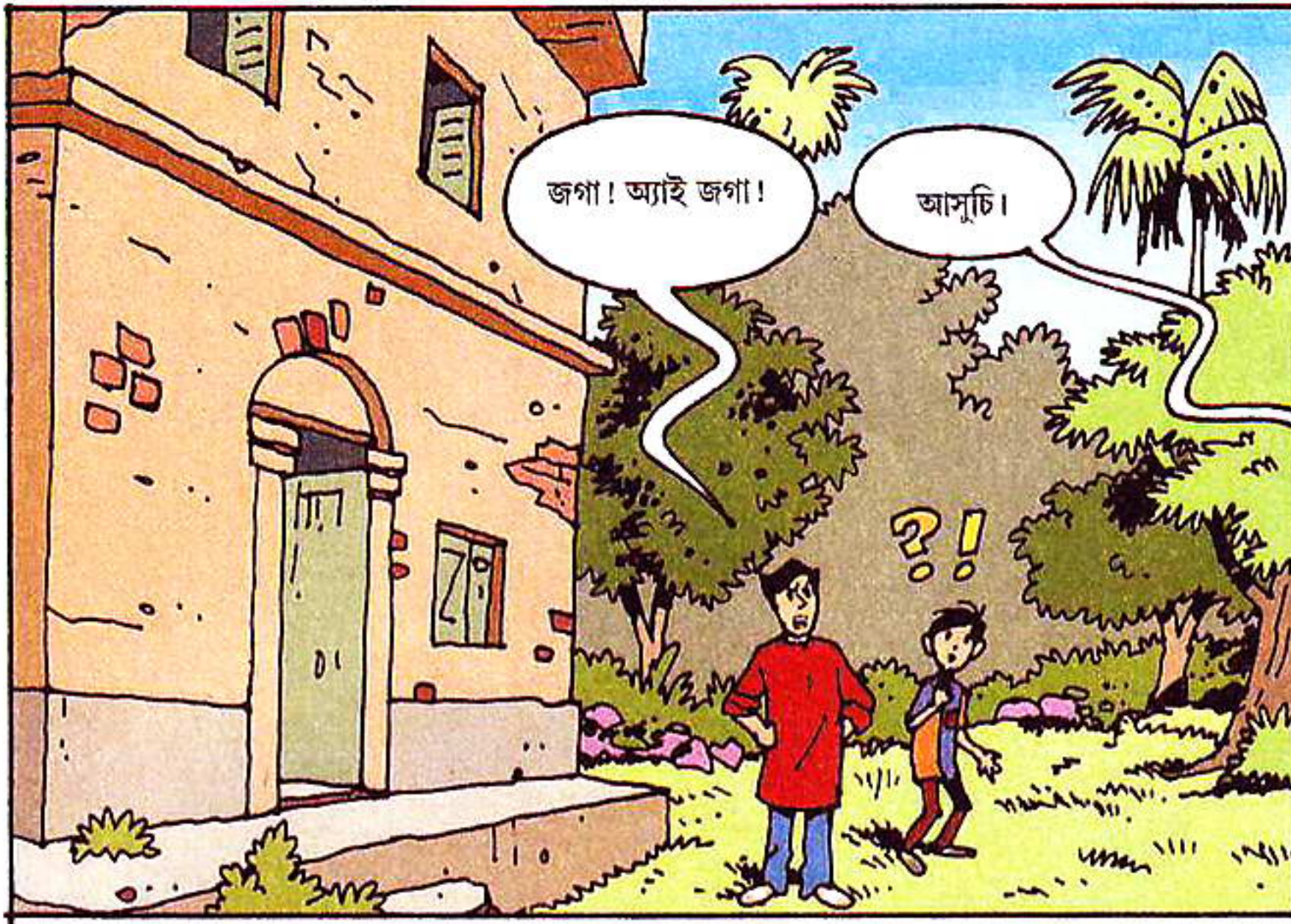
কিন্তু টেনিদার সঙ্গে
এ নিয়ে তর্ক চলে
না, দেবে একটা
চাঁটি হাঁকড়ে!

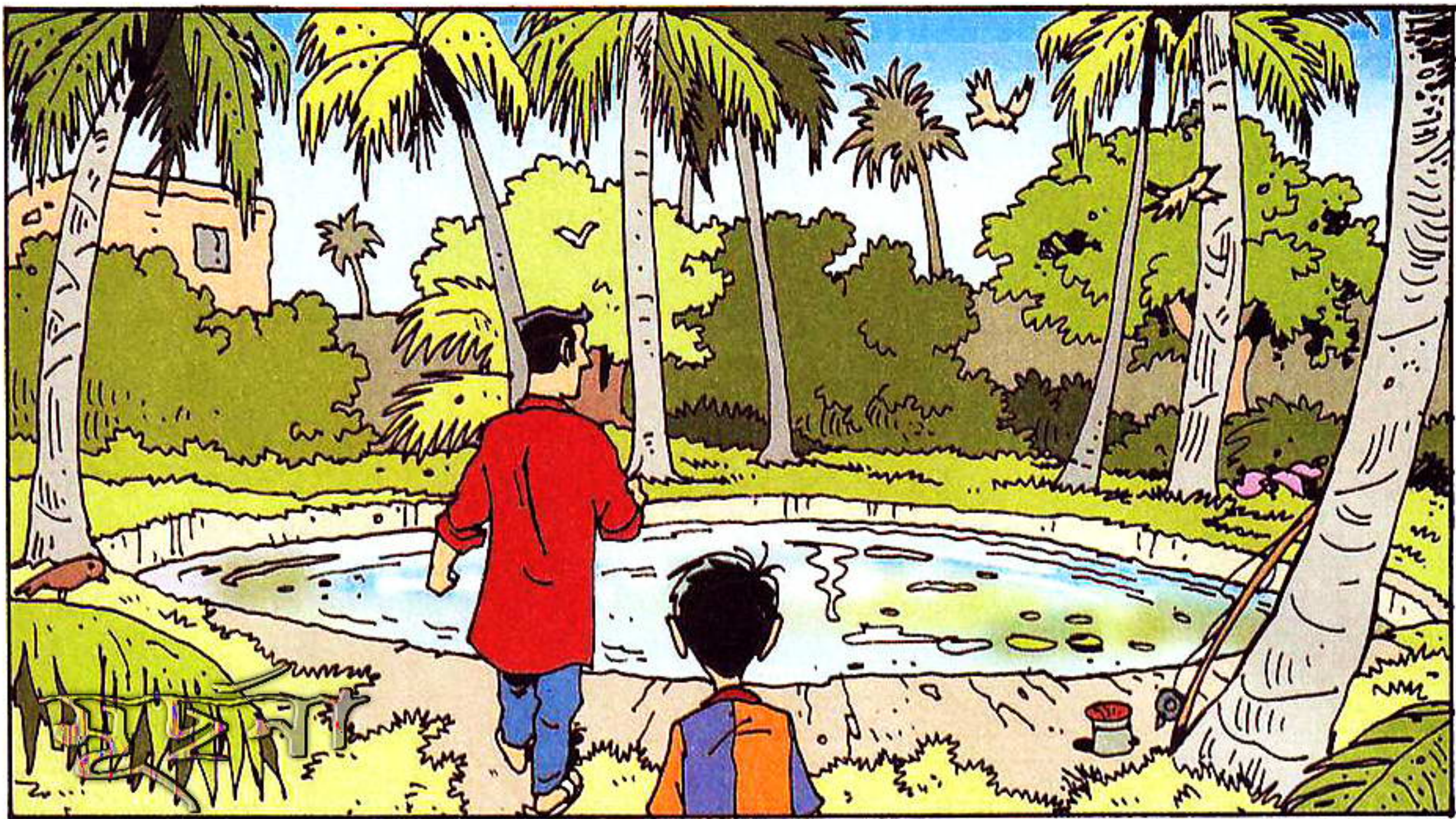


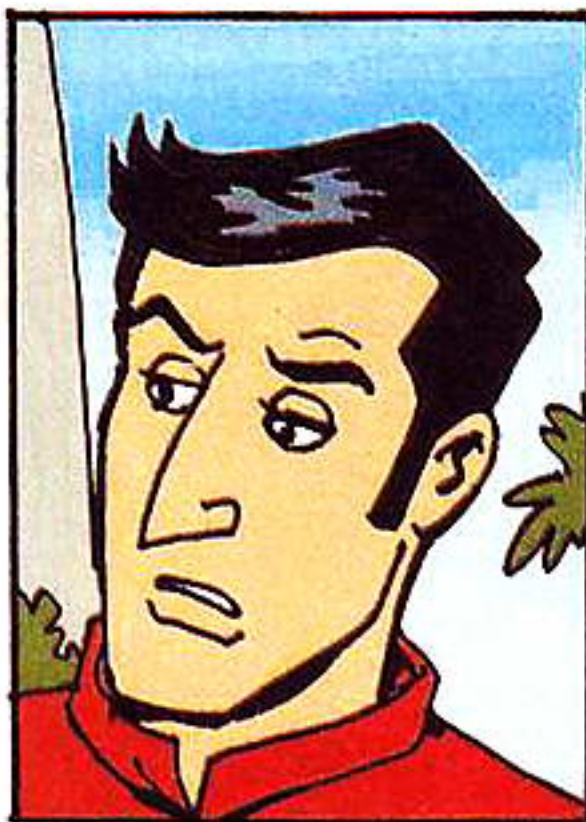
...আর তা হলেই মাটি
নিতে হবে, তারপরে
খাটিয়া চড়ে খাঁটি
নিমতলা যাত্রা!











আচ্ছা, নে নে, মন খারাপ
করিসনি।



মাছ পেলে আমি মুড়োটা নেব,
আর সব তোর। ভদরলোকের
এক কথা, ঠিক আছে?



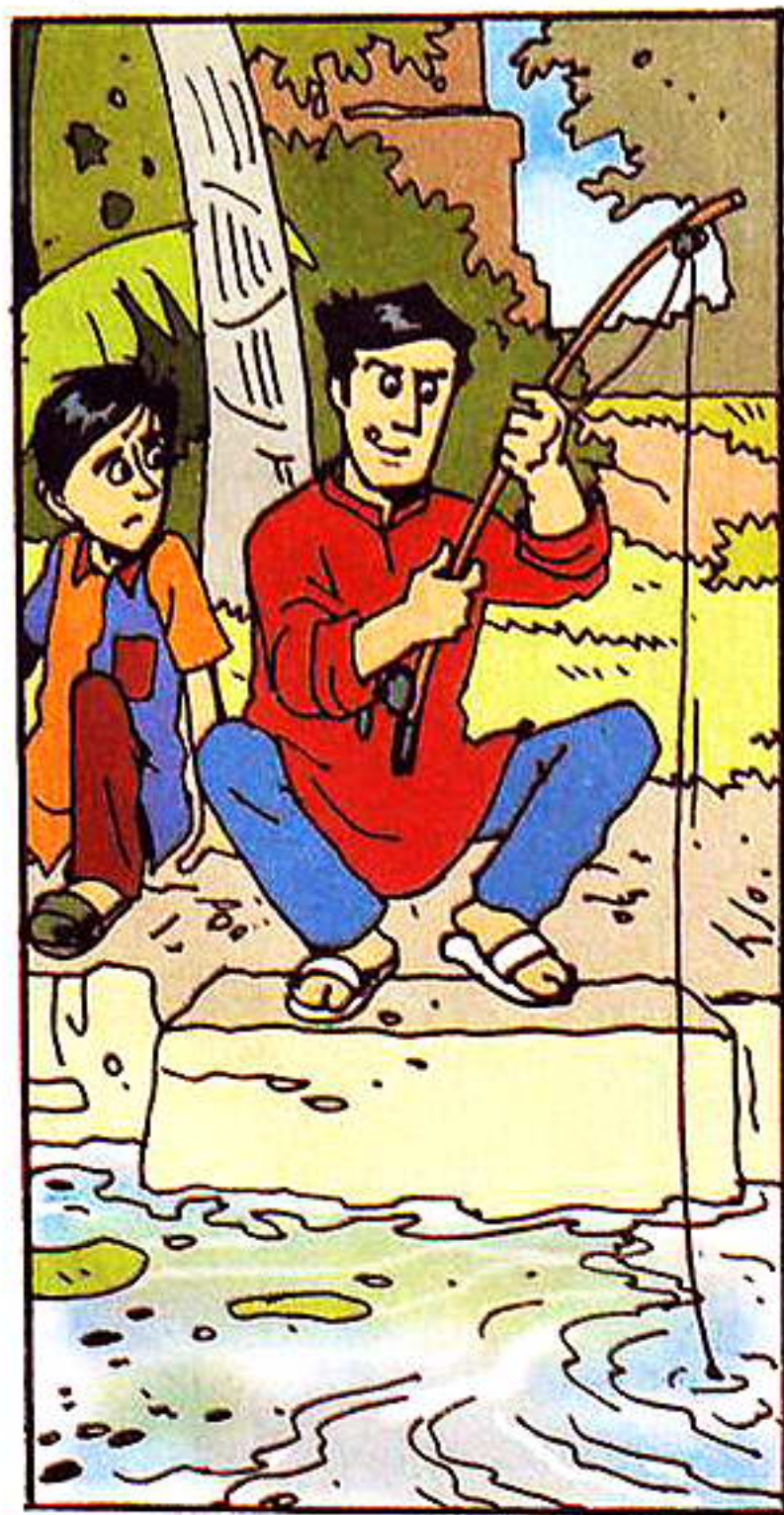
নে, এখন বঁড়িশিতে কেঁচো গাঁথ।



মাছ তুমি কটা পাবে
আমার খুব জানা
আছে!



মাঝখান থেকে লাভের মধ্যে
আমার এই কেঁচো ঘটিই সার!

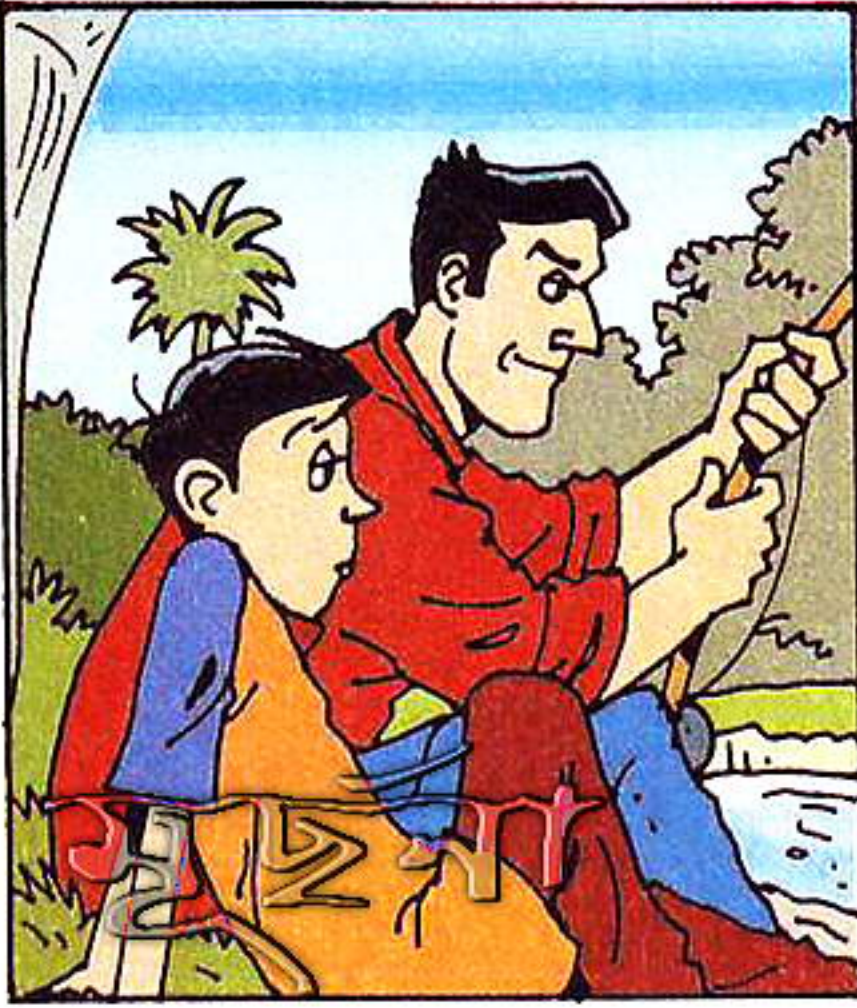


টেনিদা, মাছ কই?

চুপ।



কথা বলিসনি, মাছ ভয়
পাবে।





কোথায় কী! পরপর গোটা আষ্টেক টানের পর
নারকেল গাছটাই প্রায় ন্যাড়ামুড়ো হয়ে গেল। কিন্তু
মাছের একটুকরো আঁশও দেখা গেল না।



কী হচ্ছেটা বল দেখি? ভুতুড়ে কাণ্ড
নাকি?



আইজা ভূতো নয়,
কাঁকোড়া অছি।



কাঁকোড়া? মানে
কাঁকড়া?



তবে আজ কাঁকড়ার বাপের
শ্রাদ্ধ করে আমার শান্তি।



বসে-বসে নিশ্চিন্তে আমার চার আর
টোপ খাচ্ছে? খাওয়া বের
করে দিচ্ছি।



একটা বড় দেখে ডালা বা
ধামা নিয়ে আয় তো জগা।



সত্যিকারের একটা শিকারপর্ব বটে! আধঘণ্টার মধ্যে ধামাবোঝাই চল্লিশটা কাঁকড়া। টেনিদার বুদ্ধির কাছে এবারে কাঁকড়ার দল ঘায়েল।

মন্দ কী! কাঁকড়ার ঝোলও খেতে খারাপ নয়! তোর খিচুড়ি কতদূর রে জগা?

